দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 27 SEP 1998 ... ...
পৃঃ ১৪ কলাম ৭ ......

# একবিংশ শতকে উচ্চশিক্ষা চ্যালেঞ্জ

প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৯৮০-৮৩ সাল পর্যন্ত জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও ফার্মেসি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসাবে যুগপৎ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সুদীর্ঘ সময় সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি-ও ১৯৮৬ সালে ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৯০ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য পদ লাভ করেন। বর্তমানে তিনি "দ্য পিপলস্ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ"-এর প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। দেশী-বিদেশী অসংখ্য পদক প্রাপ্তির পাশাপাশি তাঁর প্রায় ১৩০টি প্রবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ পেয়েছে। একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে বর্তমান বিশ্বের ও আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনার পাশাপাশি একবিংশ শতকের উচ্চ শিক্ষা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তিনি গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেছেন যা সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

■ বর্তমান বিশ্বে উচ্চ শিক্ষা পরিস্থিতি ঃ বর্তমান বিশ্বে উচ্চ শিক্ষা পরিস্থিতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তবু যুগের সাথে সঙ্গতি রেখে ইউরোপ, আমেরিকায় পরিকল্পিত Need Based উচ্চ শিক্ষা প্রচলিত। সেখানে এক এক দশকে এক এক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। যেমন ব্যবসা শিক্ষা (বিবিএ/এমবিএ), বিএড (শিক্ষক তৈরি), মেডিক্যাল এডুকেশন ও ইদানীং কম্পিউটার শিক্ষা অগ্রাধিকার পাচ্ছে। ইদানীং ইউরোপ-আমেরিকায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র সমাগমের ক্ষেত্রে এক বিরাট ধস নেমে এসেছে। উন্নয়নশীল দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেই তাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ফান্ডের প্রধান আয় হতো। কিন্তু বর্তমানে জাপানসহ এশিয়ার দেশসমূহে অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে শিক্ষার্থীদের পক্ষে এত বেশি Foreign Currency যোগাড় করা দুরূহ বিধায় দলে দলে ঐসব বিশ্ববিদ্যালয় হতে তারা নিজেদেরকে Withdraw করতে শুরু করেছে। এর ফলে মালয়েশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কম ছাত্র-বেতনে তাদের লুফে নিচ্ছে। এটাকে রোধ করার জন্য ঐসব পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিদেশী ছাত্রদেরকে তাদের নিজেদের ছাত্রদের মতো ঋণদানের ব্যবস্থা করছে। "Quality education" বলতে যে "Excellence in learning" বুঝায় তার জন্যই ঐসব দেশে বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভিড় লেগে আছে। আর আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার হাজার রকম দৈন্যতার কারণে আমাদের "Brain Drain" অবস্থা অব্যাহত আছে। আমাদের দেশের তুলনায় ঐসব দেশের শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি Advanced সিলেবাস পড়ে। তাদের শিক্ষার্থীরা যে বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নিতে আগ্রহী সে বিষয়ে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে ২ বছর Foundation কোর্স করতে হয়। উচ্চ শিক্ষার শক্ত ভিত তৈরি করার জন্য প্রাইমারি, সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি পর্যায়ে In buitt-mechanism -এর মাধ্যমে সিলেবাস তৈরি ও শিক্ষা দেয়া হয়।

■ বাংলাদেশে বর্তমান উচ্চ শিক্ষা পরিস্থিতির সীমাবদ্ধতা ঃ বাংলাদেশে দুই ধারায় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। নিচের স্তরে সরকারী স্কুল ও কলেজ এবং বেসরকারী কিন্ডারগার্টেনসহ ও/এ লেভেল স্কুল ও কলেজসমূহ। শিক্ষাদানের মাধ্যম মাতৃভাষার সাথে ইংরেজী ছিল, তা বিদায় দেয়ায় বহির্বিশ্বের সাথে আমাদের মেধাবী ছাত্রদের Communication gap বিরাজ করছে। ইদানীং অবশ্য ইংরেজী আবশ্যিক করা হচ্ছে যার ফলপ্রাপ্তি সুদূরপ্রসারী। বেশিরভাগ



সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের Outdated সিলেবাস। সেমিস্টার পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই নেই। শিক্ষকতা পেশার প্রতি অনীহার কারণে এবং মেধাবী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার্থীরা ক্লাসের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে না। যার জ্বলন্ত প্রমাণ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি! সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দেশের অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও ৪ বছরের জায়গায় সেসনজটের কারণে ৫/৬ পরেও তাদের মেধার বিকাশের মাধ্যমে আশানুরূপ ফল নিয়ে বের হতে পারছে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ দেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতি করেছে।

■ Quality education-এর মূল শর্ত ঃ (১) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উচ্চতর ডিগ্রীধারী (Ph.D level) ও মেধাবী শিক্ষক (ছাত্র অনুপাতে ২০ঃ১); (২) যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দেশের বর্তমান-ভবিষ্যত পরিকল্পনানুযায়ী চাহিদা পূরণে সক্ষম মানব সম্পদ তৈরি ও (৩) আধুনিক লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি। একটি কথা মনে রাখতে হবে, উচ্চশিক্ষা হতে হবে selective ও costly। ১২ টাকা মাসিক বেতন দিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ সম্ভব নয়। যার যা মেধা, যার যে বিষয়ের প্রতি আগ্রহ তাকে আমরা তা দিতে পারছি না। ফলে শিক্ষিত বেকার ও অর্থহীন সার্টিফিকেট ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

■ একবিংশ শতকের উচ্চ শিক্ষা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি ঃ প্রথম শর্ত Quality education নিশ্চিত করতে হবে। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় Well-equipped হতে হবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের সব ব্যবস্থা ও প্রস্তুতি নিয়ে। তার জন্য কোন ক্ষেত্রে কি ম্যানপাওয়ার ও সরঞ্জাম আগামী ২৫ বছরে প্রয়োজন হবে প্রথমে তার রূপরেখা চাই। বড়কথা উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির প্রোগ্রাম। চীনে দেখেছি, 'University of Teachers' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যার দায়িত্বই হচ্ছে দেশে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষা স্তর অবধি বিভিন্ন বিষয় পড়াবার শিক্ষক তৈরি করা উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। শিক্ষাদানের মান উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সুশিক্ষিত Specialist তৈরিসহ সববিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন মেধাবী শিক্ষিত জনশক্তি তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। গণমুখী চিকিৎসা ব্যবস্থা যেমন— হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী ও সনাতন চিকিৎসা বিষয়সমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ডিগ্রী দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সময় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় (যা দেশের ৮০% গরিব, দুস্থ রোগীর একমাত্র অবলম্বন) স্নাতক বিএইচএমএস ডিগ্রী চালু করি যাতে এ পেশার মান অনেক বেড়েছে এবং কোয়াক বা হাতুড়ে ডাক্তাররা ক্রমান্বয়ে ঝরে যাচ্ছে। এমনিভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হবে। আমি মনে করি, ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের অনেক দূর এখনও যেতে হবে। তবে আমি আশাবাদী, আমাদের মেধার কোন অভাব নেই।

তানবীর সাজিব